দৈনিক বাংলা

0 057

তারিখ ... 18.9.84 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম 3 ...

খাতা দেখায় পরীক্ষক ভেদে তারতম্য

(এক)

মূল্যায়ন শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আদি যুগ থেকেই মানুষ বিভিন্নভাবে তার শিক্ষার মূল্যায়ন করে আসছে। এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনামলে যে সকল সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেত তাদেরকে দীর্ঘ রচনামূলক বহিঃ পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হত। বর্তমান বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচলিত বহিঃ পরীক্ষার স্বরূপ বদলায়নি, অতীতের সেই দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমেই পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে—যেমন "(ক) আন্তঃ পরীক্ষা ও বহিঃ পরীক্ষা (খ) লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা, (গ) রচনামূলক ও অবজেকটিভ পরীক্ষা, (ঘ) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরীক্ষা, (ঙ) কার্যনির্ভর ও বাক্যনির্ভর পরীক্ষা, (চ) সফলতা, প্রবণতা, বুদ্ধি, আগ্রহ ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পরীক্ষা এবং উপরে উল্লিখিত কয়েকটি পদ্ধতির সমবায়ে গঠিত পদ্ধতির পরীক্ষা।"

দেশে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। এই শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সাথে সাথে একটি বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে শুরু করে উচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী সকলেই চিন্তা ভাবনা করছেন। বর্তমানে সরকার ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের উপরও বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত অর্জনের মান নিরূপণ করা যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিক্ষার্থীর মান নির্ণয়ে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট হাতিয়ার। মূল্যায়নের মাপকাঠি যদি সঠিক না হয় বা সঠিকভাবে ব্যবহৃত না হয় বা মাপ কাঠিতে কোন রকম ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মান যাচাইও সঠিক হয় না, ফলে দেখা দেয় নানাহ অসুবিধা। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মূল্যায়ণ পদ্ধতির উন্নয়ন ও একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

অতীতে আমাদের স্কুল কলেজে পরীক্ষা প্রধানতঃ পাস, ফেল, মেধা নির্ণয়, কোন বিষয় কতটুকু আয়ত্ত হল, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যের পরিসর আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন (১) শিক্ষাক্রমের শিক্ষা দানে উদ্দেশ্যাবলী কতটুকু সফল হয়েছে তা নির্ণয় করা (২) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা (৩) শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের অসুবিধা সমূহ নির্ণয় করা এবং সেগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া (৪) শিক্ষার্থিগণকে জ্ঞান লাভে ও অধিকতর পরিশ্রমে উৎসাহিত করা এবং (৫) নির্দেশনা ও পরামর্শ দানে সহায়তা করা।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত বহিঃ পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়নের উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অনেকে আবার এই পদ্ধতি তুলে দিয়ে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের কথাও বলেছেন। এও বলতে শুনা যাচ্ছে যে বর্তমানে প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির কারণেই পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষা পাচ্ছে না। প্রশ্নপত্র ও ফলাফল সবই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বহিঃ পরীক্ষায় ফেল করে এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশনার মধ্যে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। ফলে ছেলেমেয়েদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। সম্প্রতিকালে পরীক্ষা হলের ভেতরে ও বাইরে দুর্নীতি পাকাপাকি আসন গেড়েছে। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষার মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কাজেই পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ সকল ত্রুটি দূরীকরণে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর ভাগ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে। দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ হওয়ায় প্রশ্নকর্তাকে সিলেবাস থেকে বেছে বেছে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হয়। ফলে সিলেবাসের বেশীর ভাগ অংশ প্রশ্নের আওতার বাহিরে থেকে যায়।

প্রশ্নকর্তা যেমন সিলেবাস থেকে বেছে বেছে প্রশ্ন প্রণয়ন করেন, ছাত্রছাত্রিগণও তেমনিভাবে বেছে বেছে পড়ে থাকে। যাদের বাছনী থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তারা পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায়। আর যাদের বাছনী থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না তারা কম নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় বা কোন রকমে কৃতকার্য হয়। যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন বাছনী থেকে পড়ে যায় তাহলে কম পড়েও পরীক্ষায় ভাল করে যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এই তিন লক্ষ পরীক্ষার্থীর উত্তর পত্র পরীক্ষণের জন্য বহু সংখ্যক পরীক্ষক নিয়োগ করতে হয়। কারণ দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ বিধায় একজন পরীক্ষককে সাধারণতঃ তিন শত উত্তর পত্রের অধিক উত্তর পত্র পরীক্ষণের জন্য দেওয়া হয় না। এত অধিক সংখ্যক পরীক্ষক দিয়ে উত্তর পত্র পরিমাপ করার ফলে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কম হওয়াই স্বাভাবিক।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি এক কথায় আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতিগুলির অন্যতম হচ্ছে পরীক্ষা। পরীক্ষা প্রধানতঃ দুই প্রকার—লিখিত ও মৌখিক। খাতা কলমের সাহায্যে যে পরীক্ষা দেওয়া বা নেওয়া হয় তাকে লিখিত পরীক্ষা বলে। লিখিত পরীক্ষা বহু ধরনের হতে পারে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক।

যে সকল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীগণের সীমিত সংখ্যক প্রশ্ন নির্বাচন করে রচনা আকারে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে এবং স্বাধীনভাবে পরীক্ষার উত্তর পত্রে লিখার সুযোগ থাকে এবং শিক্ষকগণেরও নম্বর প্রদানে স্বাধীনতা থাকে এবং প্রশ্নপত্রে নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় তাকে দীর্ঘ রচনামূলক পরীক্ষা বলে।

যে সকল পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত হয়। অর্থাৎ ১ হতে ৫ মিনিটের মধ্যে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় এবং এক কথায় উত্তর দেয়া যায় না। যেসকল প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নের মত খেয়াল-খুশীমত লেখার সুযোগ থাকে না এবং শিক্ষকগণেরও নম্বর প্রদানে স্বাধীনতা থাকে না তাকে সংক্ষিপ্ত রচনামূলক পরীক্ষা বলে।

উক্ত দুই ধরনের পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা এক নয়। পরীক্ষক ভেদে উত্তর পত্রে নম্বর প্রদানে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষার দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষার উত্তর পত্র এবং গবেষক কর্তৃক বিশেষভাবে প্রণীত সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গৃহীত উত্তরপত্রের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম এড কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরণার্থে ডঃ ছিদ্দিকুর রহমান-এর নির্দেশনায় দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্র দ্বারা গৃহীত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরিমাপে পরীক্ষক ভেদে তারতম্য শীর্ষক একটি গবেষণা চালানো হয়। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—

১। প্রচলিত দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্র দ্বারা গৃহীত এসএসসি পরীক্ষার ভূগোল বিষয়ের একটি উত্তরপত্র পরিমাপে পরীক্ষক ভেদে তারতম্য ঘটে কিনা তা যাচাই করা।

২। ভূগোল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গৃহীত এসএসসি পর্যায়ের ভূগোল বিষয়ের একটি উত্তরপত্র পরিমাপে পরীক্ষক ভেদে তারতম্য ঘটে কিনা তা যাচাই করা।

৩। পরীক্ষক ভেদে দীর্ঘ রচনামূলক পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরিমাপের তারতম্যের সাথে সংক্ষিপ্ত রচনা মূলক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরিমাপের তুলনা করা।

৪। দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রের কোনটিতে সিলেবাসের সম্পূর্ণ অংশ বা বেশীর ভাগ অংশ হতে প্রশ্ন রাখা সম্ভব এবং কোন প্রশ্নপত্রের উত্তর সিলেবাসের অধিক অংশে সীমাবদ্ধ তা বের করা।

[ক্রমশঃ]

—মোঃ মুজিবুর রহমান